মানুষের মুখ

একটা মুখ খুঁজছে অতনু। আস্ত এক মানুষের মুখ।

অতনু ফটোগ্রাফার। সাইড ব্যাগে ক্যামেরা নিয়ে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। মানুষকে, প্রকৃতিকে, চলমান জীবনের বিশেষ কোনও ঘটনাকে ক্যামেরার নানা অ্যাঙ্গেলে উল্টে পাল্টে দেখাই তার নেশা।

এই অদ্ভুত নেশার জন্য তাকে সব সময় আত্মীয়পরিজনের কাছ থেকে 'বাউণ্ডুলে' আখ্যাটা শুনতে হয়েছে। না করা হল চাকরি, না করা হল বিয়ে। মাস ফুরলে টিউশনি বাবদ যে কটা টাকা হাতে আসে তা ক্যামেরার ফিল্ম আর ফটো ডেভেলপের জিনিসপত্র কিনতেই শেষ হয়ে যায়।

অবশ্য তার জন্য কোনও আক্ষেপ নেই অতনুর। নিত্যনতুন আবিষ্কারের উত্তেজনায় তার দিনরাত কোথা দিয়ে যে কেটে যায়।

অতনুর বিশ্বাস ছিল চারপাশে যখন এত বিচিত্র মানুষ, একটা আস্ত মুখ খুঁজে পেতে কোন সমস্যাই হবে না।

কিন্তু ভাবনাটা যে কত ভুল, কাজে নেমে টের পেল।

প্রথমেই সে ক্যামেরায় পেয়ে গেল ঘুমন্ত বাবাকে। কিন্তু আই-হোলে চোখ রাখতেই চমকে উঠল। অবিকল এক গাধার মুখ। খাওয়া আর অন্যের মোট বওয়া ছাড়া যার জীবনের কোন অর্থ নেই।

এবার লেন্সে ধরা পড়ল সদ্য ভোট জেতা এক তরুণ এম এল এ। অতনু দেখছে মঞ্চের উপর হাত-মুখ নাড়ছে ধূর্ত এক শেয়াল।

অতনু এবার ছুটল নামকরা এক কবির দফতরে। অনুমতি নিয়ে ক্যামেরায় চোখ রেখে শাটার টিপতে যেতেই থেমে গেল আঙুল। লম্বা এক জিরাফের মুখ। যার নজর শুধু গাছের উপরের ডালপালার দিকে।

অতনু তবু নাছোড়। হার সে কিছুতেই মানবে না। একটা আস্ত মানুষের মুখ সে খুঁজে বের করবেই।

দিন মাস বছর চলে যায়। আর ক্যামেরায় ধরা পড়তে থাকে কত মানুষ। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, আমলা, সাংবাদিক, নেতা, মন্ত্রী, মেয়র—মানুষের যাওয়া আসার আর শেষ নেই।

শেষ নেই পশুদের আসা-যাওয়ারও। শুধু পশু আর পশু। গরু, ছাগল, শুয়োর, ভেড়া, গণ্ডার, হাতি নেকড়ে, হায়না, ঘোড়া, কুকুর, বাঁদর, উট, বাইসন।

অতনু হতাশ, বিধ্বস্ত। মানুষের মুখগুলো সব পশুদের মতো হয়ে যাচ্ছে কেন।

অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণার পর অতনু শেষে এই সিদ্ধান্তে আসে যে তার মস্তিষ্কটিই আসলে ঠিকঠাক কাজ করছে না। যার প্রভাব পড়েছে তার দেখায়।

তা হলে কি সে ফটো তোলা বন্ধ করে দেবে? না, কখনোই নয়। যতদিন বাঁচবে, ক্যামেরা তার কাঁধ থেকে নামবে না। যতই ওরা তাকে 'বাউন্ডুলে' বা 'নির্বোধ' বলুক।

গ্রীষ্মের শেষ বিকেল। আলো ঝলমল কলকাতার রাস্তা। টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরছে অতনু। ব্যস্ত রাস্তা পেরোতে ফুটব্রিজে পা রাখে।

একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে শেষধাপে উঠে বাঁক ঘুরতেই থমকে দাঁড়ায়। পথ আটকে বসে এক পাগল। মাথা ভর্তি অবিন্যস্ত চুল। ফরসা মুখ ঢাকা ধূসর দাড়ি-গোঁফের জঞ্জালে। খাকি হাফপ্যান্টের উপর খান চারেক জামা চড়িয়ে হা হা করে হাসে পাগলটা। আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ করে কাকে যেন ধমকায়।

অতনুর কি যে হয়ে যায়। অপলক চোখে পাগল দেখে। ভুলে যায় বাড়ি ফেরার কথা।

কতই বা বয়েস। তেইশ? চব্বিশ? অযত্নলালিত চুল দাড়ি বা পোশাকের বিচিত্র ঘেরাটোপেও ঢাকা পড়েনি ওর যৌবন। ঢাকা পড়েনি মায়াজড়ানো দুই চোখ।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে অতনু। নেমে যায় কয়েক ধাপ নিচে। ফ্ল্যাশ্ অন্ করে। হাঁটু মুড়ে, শরীর ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকিয়ে অনেক কায়দা কসরত করে লেনস্ অ্যাডজাস্ট করতেই ভেসে ওঠে পাগলের মুখ।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে অতনু, 'ইউরেকা'!

এতদিন পর তার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে উজ্জ্বল এক মুখ। পশু নয়, আস্ত মানুষের।

সনৎ বসু